যাবে।

• অপরিণত শিশুর বিভিন্ন জটিলতা

•• অপরিণত শিশুর দুই প্রকারের জটিলতা দেখা যেতে পারে। প্রথমটি জন্মের পরমুহূর্তের জটিলতা এবং দ্বিতীয়টি হল দীর্ঘকালীন জটিলতা।

• জন্মের পরমুহূর্তের জটিলতা

•• এই শিশুর প্রাথমিক সমস্যা হল এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপরিণত থাকে। কারও ক্ষেত্রে দেখা যায় ফুসফুস অপরিণত অবস্থায় জন্ম নিয়েছে। এই সদ্যোজাতরা স্বাভাবিক শিশুর মতো শরীরে অক্সিজেনের ভারসাম্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

শিশুদের ক্যানসার সচেতনতা

৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বর্তমান

প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে আড়াই লক্ষ শিশু ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। সরকারি হিসাবে ভারতে প্রতি বছর আনুমানিক ৪৫ হাজার শিশু ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। বেশিরভাগ শিশুর ক্যানসারই নিরাময়যোগ্য। প্রয়োজন শুধু অবিলম্বে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার সুবিধা। তবুও নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না রোগটাকে। আশার কথা এই, গত এক দশকে এই শহরে দুই-তিনটি হাসপাতালে নির্দিষ্ট শিশু ক্যানসার বিভাগ কাজ করছে। সাফল্যও পাওয়া যাচ্ছে। ৫০ বছর আগেও শিশু ক্যানসার চিকিৎসায় সাফল্যের হার ছিল মাত্র দশ শতাংশ। বিশ্বজোড়া গবেষণার ফসল হিসাবে গত পাঁচ বছরে এই সাফল্যের হার ৭০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারি ক্ষেত্রে শিশু ক্যানসার চিকিৎসায় বেশ অগ্রগতি হয়েছে। অবশ্যই প্রয়োজনের তুলনায় তা নগণ্য। তবুও না থাকার থেকে কিছু থাকা তো ভালো অবশ্যই।

ক্যানসারে তাড়াতাড়ি রোগ ধরা পড়লে আরোগ্য লাভ সম্ভব। এই বিষয়টা সবাইকে বুঝতে হবে। উন্নত বিশ্বের সবথেকে বড় সুবিধা অভিভাবকদের সচেতনতা। সেই দেশে পাঁচ জন শিশুর ক্যানসার হলে চার জনই আরোগ্য লাভ করতে সক্ষম হয়। কারণ সেই দেশে ক্যানসার সম্পর্কে সার্বিক সচেতনতা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি।

আজ সোশ্যাল নেটওয়ার্কের দৌলতে অজস্র সহমর্মী গোষ্ঠী শিশু ক্যানসারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্রের সমর্থন তো আছেই। দুর্ভাগ্যক্রমে অভিভাবকদের সচেতনতাই চিন্তার কারণ। ভারতে এখনও বহু শিশু আজও বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। আর পিছনে রয়েছে শুধুমাত্র অভিভাবকদের অজ্ঞতা। জিনবাহিত, পরিবেশগত ও বেঠিক খাদ্যাভ্যাসের কারণে ক্যানসার প্রকোপ শিশুদের মধ্যে বাড়ছে।

ক্যানসার ধনী-দরিদ্রের বিভেদ জানে না। কিন্তু যেহেতু এই চিকিৎসা যথেষ্ট ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ, তাই অনেকক্ষেত্রে মাঝপথে অর্থাভাবে পরিবার শিশুর চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এটাই আমাদের সামাজিক অবস্থা। অনেকে আবার অজ্ঞানতার কারণে ক্যানসারের সম্ভাব্য উপসর্গগুলি অবহেলা করেন। এটাই মূল সমস্যা।

তাই একদিকে শিশু ক্যানসার সম্পর্কে সম্যক ধারণা যেমন জরুরি, ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ ক্যানসার সারিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠা শিশুদের পুনর্বাসন (রিহ্যাবিলিটেশন)। উন্নত দেশে শিশুদের জন্য বিশেষ কেন্দ্র (রিহ্যাব সেন্টার) আছে। এই কেন্দ্রগুলিতে পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ, হাড় ও সংযোগস্থলের দুর্বলতা নিরাময়ের জন্য বিশেষজ্ঞ, অত্যাধিক ওষুধ সেবনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় সমস্যা নিরাময়ে বিশেষজ্ঞ, ব্যবহারিক জীবনে ও পঠন পাঠনে একাগ্রতা ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষজ্ঞ থাকেন। তবে আমাদের দেশে এই রকম সংস্থা তৈরি করার অনেক প্রতিবন্ধকতা নিশ্চয় আছে। এদেশে শিশু ক্যানসারের জন্য নির্দিষ্ট পুনর্বাসন কেন্দ্র নেই। ক্যানসারের চিকিৎসা ব্যয়বহুল। অধিকাংশ আক্রান্ত শিশু সুস্থ হয়ে ওঠার পর তাদের অভিভাবকরা পুনর্বাসনের ব্যাপারে আগ্রহী হন না। এখানেও রয়েছে সচেতনতার অভাব।

স্বাস্থ্য সংবাদ

সচেতনতার এই অভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে নতুন আশঙ্কা। আবারও হয়তো কেউ এই কর্কটের ফাঁদে পড়বে। আবার কোনও শিশু এই রোগে আক্রান্ত হয়ে অচিরেই ঝরে পড়বে। আর আমরা সমাজ কোনও কিছু চাইলেও করতে পারছি না বা হয়তো চেষ্টাও করছি না। তাই এখন সময় এসেছে। এখন এই মুহূর্ত থেকেই সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে উদ্যোগ নেওয়া হলে অদূর ভবিষ্যতে শিশু ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে সম্পূর্ণ নিরাময়ের স্বপ্ন বাস্তব হবেই। অন্তত আমরা দেশবাসীরা এইটুকুই আশা করতে পারি।

পার্থ সরকার

Kottakkal ayurveda
র্শ অনুভব করুন
শালা, কোট্টাক্কাল
ন-২৪৬৩০৭৩৪/০৬৬১
র্ক থেকে মাত্র তিন মিনিটের দূরত্বে)
দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)
করালা-৬৭৬৫০৩
-mail: mail@aryavaidyasala.com

te of Cardiac Sciences
RTIICS দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত

মাছে এবং াড়ে। ম)। মাথার ম ও অসুখে spinal যাবার জল চোখের করতে প স্কাল এমন

বৃহৎ আকার ধারণ করে যে তার ভারে শিশুর ঘাড় শক্ত হয় না।

মস্তিষ্কের উপর প্রভাবের জন্য যত শীঘ্র সম্ভব মাথায় জমা জলের চিকিৎসা করা উচিত। এই চিকিৎসা বয়স অনুযায়ী নানা ভাবে হয়। খুব ছোট শিশুদের একটি সিলিকন পাইপ (VP Shunt) দিয়ে মাথার জল পেটে ডাইভার্ট করা হয়। আরও বড় শিশুদের Endoscopic Third Ventriculostomy (ETV) বলে মিনিমালি ইনভেসিভ একটি পদ্ধতি করে জমা জলের স্থায়ী চিকিৎসা করা হয়।

যাই করা হোক না কেন, শিশুদের মাথায় জল জমলে (Hydrocephalus) তার চিকিৎসা দ্রুত করা উচিত। না হলে বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হয় বা দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হয়। যত আগে চিকিৎসা হবে তত মাথার সাইজও বড় হওয়া আটকানো যাবে। চিকিৎসা পদ্ধতি জটিল কিন্তু সঠিক সময়ে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

শিক শীল, কনসালটেন্ট নিউরো সার্জেন

spitals.org, www.narayanahealth.org